পরীরাজ্যের রাজকন্যা

শফীউদ্দীন সরদার

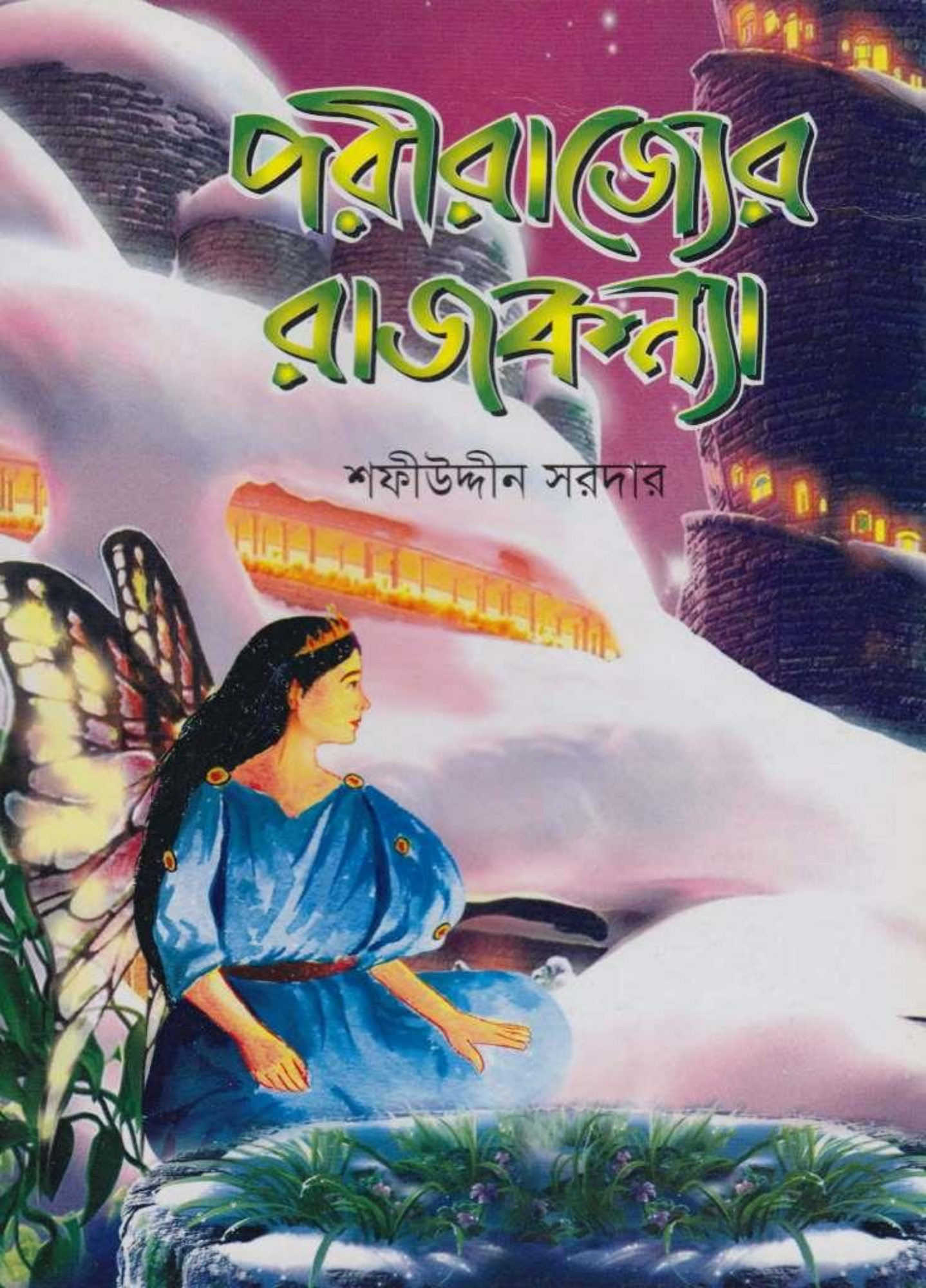

পরীরাজ্যের রাজকন্যা

শফীউদ্দীন সরদার

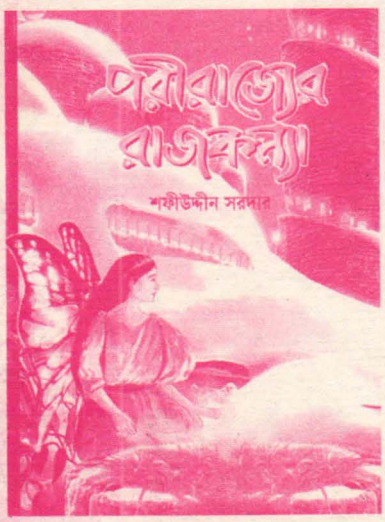

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩৭২ (শিশু-৬)

১ম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রোমেল

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

"পরীরাজ্যের রাজকন্যা"

শুধু রূপবতীই নয়, এ রূপের তুলনা নেই। পরীরাজ্যের রাজকন্যা সোনাপরী এমনই এক রূপসী মেয়ে। এত রূপ এ দুনিয়ায় আর কারোই ছিল না। সোনাপরীর মা রূপাপরীও সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মেয়েটা হয়েছে মায়ের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দরী। সোনার মতো জ্বল জ্বল করে রূপ তার। রূপতো নয়, যেন আগুনের ফুলকী। সোনাপরীর মা রূপাপরী পরীরাজ্যের রাণী। বিরাট তাঁর ক্ষমতা। অনেক তাঁর সৈন্য। কিন্তু পরীরাণী ভেবেই সারা—এত সুন্দরী মেয়ের তিনি বর পাবেন কোথায় ? এমন মেয়েকে তো আর যার তার সাথে বিয়ে দেয়া যায় না ? এ নিয়ে বড়ই চিন্তায় পড়ে আছেন তিনি।

ওদিকে আবার আর এক ঝামেলা হয়েছে দুষ্ট জ্বীন কালকূপকে নিয়ে। যেমনই সে দুষ্ট, তেমনই কুৎসিত তার চেহারা। এই কুৎসিত কালকূফ সোনাপরীকে বিয়ে করতে চায়। সোনাপরীর রূপ দেখার পর থেকেই কালকূপ মাতাল হয়ে গেছে। সোনাপরীকে বিয়ে করার জন্যে সে পাগল

www.pathagar.com

হয়ে উঠেছে। পরীরাণীর কাছে সে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, তার সাথে ভালোয় ভালো সোনাপরীর বিয়ে দিলে পরীরাজ্যের কোনো ক্ষতি সে করবে না। তা না হলে কালকূপ পরীরাজ্য তছনছ করে ফেলবে। এরপর সোনাপরীকে জোর করে ধরে এনে বিয়ে করবে।

পরীরাণী কালকূপকে বড় একটা ভয় পায় না। কারণ, পরীরাজ্যের চারদিকে আছে হাজার হাজার পাহারাদার সৈন্য। এ ছাড়া, পবিত্র আত্মা আর পরিষ্কার মন না হলে পরীরাণীর রাজপ্রাসাদে কারো ঢোকার সাধ্য নেই। দুষ্ট মতলব নিয়ে যে ঢোকার চেষ্টা করবে, তারই গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগবে। কালকূপের মন তো ভীষণ নোংরা। শয়তানী চিন্তা-ভাবনায় তার মাথা মগজ ভরা। তার কি সাধ্য আছে যে, পরীরাণীর রাজপ্রাসাদে ঢোকে আর রাজ কন্যাকে ধরে নিয়ে যায়?

পরীরাণীর তবু অনেক চিন্তা। দুষ্ট জ্বীন তো! প্রাসাদে ঢুকতে না পারুক, কখন কোন হুড়হাংগামা বাধায় আর কোন ফাসাদ সৃষ্টি করে তার ঠিক কি? এছাড়া, সোনাপরীকে পরীরাজ্যের বাইরে পেলে তো শয়তানটা সহজেই তাঁকে ধরে নিতে পারবে। চিন্তার কি শেষ আছে?

জ্বীনটা যদি সৎ হতো, চেহারা যদি সুন্দর হতো, তাহলে তার হাতে মেয়ে দিতে পরীরাণীর

বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু কালকূপ যেমনই শয়তান, তেমনি বিদকুটে তার চেহারা। অন্ধকার কূপের মধ্যে বাস করে কালকূপ। ভালো জ্বীনদের সমাজে তার স্থান নেই। আলকাতরার মতো

www.pathagar.com

কালো কালকূপের গায়ের রং। মোষের মতো দুটো শিং তার মাথায়। মুখে দেড় দুই হাত লম্বা দড়ির মতো এক গোছা দাড়ি আর দুই গোছা গোঁফ। পায়ে থাবা থাবা লোম। সবমিলে এতই বিশ্রি চেহারা যে, পরীরাণী তো পরীরাণী, কোনো ভূৎ-পেতনীও তাদের মেয়ের বিয়ে কালকূপের সাথে দেবে না।

পরীরা রূপ বদল করতে পারে। পরীরাণী তাই তার মেয়ে সোনাপরীকে বললো—ঐ দুষ্ট কালকূপ তোমাকে বিয়ে করতে চায়। বিয়ে না দিলে তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দিয়েছে কালকূপ। তাই পরীরাজ্যের বাইরে বেশী যাবে না। যদি যাও তো নিজের রুপ ধরে কখনোও যাবে না। কাক, কোকিল, ময়না, টিয়া—এক এক সময় এক এক পাখীর রূপ ধরে তবে যাবে। তাহলে কালকূপ তোমাকে আর চিনতে পারবে না। ধরতেও পারবে না।

শুনে সোনাপরী বললো—তাই হবে আম্মা। বাইরে গেলে আমি পাখীর রূপ ধরেই যাবো। ঐ শয়তানের হাতে ধরা দেবোনা কিছুতেই। ঐ জানোয়ারকে বিয়ে করবো আমি ? ছিঃ! ওর মুখে আমি থু থু দিই!

এ সমস্যার সমাধান একটা হলো। কিন্তু আসল সমস্যাটা রয়েই গেল। সোনাপরীর বিয়ের বয়স অনেক আগেই হয়েছে। এত সুন্দরী মেয়ের তিনি বিয়ে দেবেন কার সাথে—সেই কথাই দিনরাত ভাবতে লাগলেন পরীরাণী।

এ ভাবনা সোনাপরীরও। মনের মতো বর না পেলে সে কাউকেই বিয়ে করবেনা—এই হলো সোনাপরীর পণ। পণ মানে প্রতিজ্ঞা। কিন্তু পরীরাজ্যের একজনও মনে ধরেনি সোনাপরীর। তাই সে ভাবলো, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাহলে আর জীবনে বিয়ে শাদি হবে না। পরীরাজ্যের বাইরে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। তাহলে হয়তো মনের মতো কাউকে সে পেয়েও যেতে পারে। তাই, সে বিভিন্ন পাখীর রূপ ধরে মাঝে মাঝেই পরীরাজ্যের বাইরে আসতে লাগলো আর খুঁজতে লাগলো তার মনের মতো বর।

উড়তে উড়তে একদিন সোনাপরী চলে এলো শামরাজ্যে। শামরাজ্যের সুলতান মহামান্য কায়সার রেজার ফুল বাগানে এসেই সোনাপরী পেয়ে গেল তার মনের মতো একজনকে। সে জ্বীন পরী নয়, সে মানুষ। কিন্তু এতই মনের মতো যে, সোনাপরী এতটা ভাবতেই পারেনি। মানুষ এত সুন্দর হয়—এ কথা তার জানা ছিল না মোটেই।

এ মানুষটি হলো শামরাজ্যের শাহজাদা শাহরিয়ার রেজা। দোয়েল পাখীর রূপ ধরে সোনাপরী সুলতানের ফুলবাগানে এসে একটা গাছের ডালে বসেছিল। এ সময় হঠাৎ করে শাহজাদা শাহরিয়ারকে ফুল বাগানে দেখেই সোনাপরী মোহিত হয়ে গেল। একেবারেই মন ভোলানো চেহারা। চেয়ে চেয়ে কেবলই দেখতে লাগলো সোনাপরী। দেখতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো—কি আশ্চর্য! সুলতানের ফুলবাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ গায়ে কোনো রাজপোশাক নেই। তাহলে লোকটা কে, কোথায় বাড়ী, এসব তো দেখতে হয় !

www.pathagar.com

এরপরেই লোকটার পিছু নিলো সোনাপরী। লোকটা যে দিকে যায় দোয়েল পাখিরূপে সোনাপরী উড়ে উড়ে সেই দিকেই যেতে লাগলো। সবশেষে লোকটা এসে সুলতানের প্রাসাদের মধ্যে ঢুকলো আর সবচেয়ে ভালো ঘরটার ভেতরে চলে গেল। প্রাসাদের ছাদে বসে সোনাপরী লক্ষ্য করলো এসব।

এরপর প্রতিদিনই সকাল বেলা পাখীর রূপ ধরে সোনাপরী প্রাসাদের ছাদে এসে বসতে লাগলো আর লোকটার খোঁজ খবর নিতে লাগলো। বেশ কিছুদিন যাবত সব কিছু লক্ষ্য করার পর সোনাপরী ভীষণ তাজ্জব হয়ে গেল। সে দেখলো, এই লোকটাই শাহজাদা। সুলতান কায়সার রেজার একমাত্র পুত্র শাহজাদা শাহরিয়ার রেজা। সে আরো দেখলো, শাহজাদা দেখতেই কেবল সুন্দর নয়, সে অত্যন্ত সৎ আর সাহসী মানুষ। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করেনা। ভয়ও পায়না কিছুতেই। আল্লাহভক্ত নামাজী মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। সকাল-সন্ধ্যা কুরআন শরীফ পাঠ করে। রাজ-পোশাকের বড় একটা ধার ধারে না সে। সব সময় ফিন ফিনে পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরে থাকে। পোষাক দেখলে তাকে শাহজাদা বলে মনে করা কঠিন। কিন্তু চেহারা দেখলে, শাহজাদা তো শাহজাদা, গোটা আরব মুলুকের বাদশাহজাদার চেয়েও তাকে অনেক বেশী বড় বলে মনে হয়। পাকা ডালিমের মতো টকটকে গায়ের রং। হাত-পা আর চোখ মুখের গঠন বেহেশতী যুবকের মতো। ওদিকে আবার শাহজাদা হয়েও তার মধ্যে একটুও অহংকার নেই।

ধনী-গরীব, দাস-দাসী সবার সাথে কি মধুর তার ব্যবহার! সোনাপরী মজে গেল। তার মনের মধ্যে বসে গেল শাহজাদা শাহরিয়ার। একেই বিয়ে করার ইচ্ছা সে পাকা করে ফেললো। একে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে সোনাপরী আবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলো।

কিন্তু শুধু প্রতিজ্ঞা করলেই তো হবে না! শাহজাদার সাথে আলাপ পরিচয় হওয়া চাই। শাহজাদার সাথে ভাব জমানো চাই। তবেই তো বিয়ে হবে! তাই সোনাপরী এবার শাহজাদার সাথে আলাপ পরিচয় করা শুরু করলো।

দৈনিক বিকেলে ফুল বাগানে বেড়াতে আসে শাহজাদা শাহরিয়ার । সেই বুঝে সোনাপরী এবার কোকিলের রূপ ধরে বিকেল বেলা ফুলবাগানে এসে একটা গাছের ডালে বসে রইলো। শাহরিয়ার এসে সেই গাছের নীচে দাঁড়াতেই সোনাপরী ডেকে উঠলো—কুউ-উ-কুউ-উ-

শাহরিয়ার প্রথমবার এটা খেয়াল করলো না। কিন্তু এরপরেই আবার শব্দ-কুই-উ-কুউ-উ-
কোকিল ডাকে কোথায়, এটা দেখার জন্যে শাহরিয়ার এদিক ওদিক চাইতে লাগলো।
আবার জোরে জোরে শব্দ হলো—কুউ-উ-কুউ-উ-

শাহরিয়ার উপরের দিকে নজর দিলো এবার। নজর দিয়েই দেখে, তার একদম মাথার উপরে গাছের ডালে বসে একটা কোকিল বার বার ডাকছে। কোকিলের দিকে চেয়ে শাহরিয়ার মুচকি হেসে বললো—কি যে তোমাদের খেয়াল ! এটা কি বসন্ত কাল যে, বসন্তের গান শুনাচ্ছো ?

www.pathagar.com

সাথে সাথে কোকিলটা উড়ে এসে শাহরিয়ারের মুখের সামনে পড়লো আর অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়ে হয়ে দাঁড়ালো। শাহরিয়ার দেখে একদম অবাক। অন্য কেউ হলে ভীষণ ভয় পেয়ে যেতো। কিন্তু শাহরিয়ার তো ভয় পায়না কিছুতেই। তাই সে চুপচাপ মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলো আর তার অপূর্ব রূপ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। এবার কথা বললো রাজকন্যা সোনাপরী। সেও মুচকি হেসে বললো—বসন্তকাল নয়তো কি শাহজাদা শাহরিয়ার ? এ বয়সের সব কালই তো বসন্তকাল!

শাহরিয়ার বললো—তাই ? তা তুমি কে ? কোনো ডাইনী, না ডাকিনী ? পাখী থেকে মানুষ হয়ে গেলে, কোনো যাদুকরী মহিলা নাকি তুমি ?

সোনাপরী বললো—না শাহজাদা, আমি ওসব কিছুই নই। আমি একজন ভাল মেয়ে। পরীরাজ্যের রাজকন্যা আমি। আমার নাম সোনাপরী।

শাহরিয়ার বললো—তাহলে পরীরাজ্য ছেড়ে এখানে এসেছো কেন ?

সোনাপরী বললো—আজই নয় শাহজাদা শাহরিয়ার। অনেকদিন থেকেই পাখী হয়ে আমি এখানে আসছি। ডাইনি ডাকিনীর মতো পরীরাও যে, সবরূপ ধারণ করতে পারে।

www.pathagar.com

শাহরিয়ার বললো—তা আমি জানি। কিন্তু এখানে তুমি কি জন্যে আসো ?

সোনাপরী এবার মাথা একটু নীচু করলো। এরপর অল্প অল্প হেসে বললো—তোমার জন্যে শাহরিয়ার। তোমাকে আমার যে ভালো লেগেছে খুব।

শাহরিয়ার বললো—ভাল লেগেছে ? সোনাপরী বললো—হ্যা শাহরিয়ার। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। রাতে আমি ঘুমুতে পারিনে। সবসময় তোমার কথা চিন্তা করি। স্বপনের মাঝেও তোমাকে আমি দেখি।

শাহরিয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। এরপর ধীরে ধীরে বললো—তুমি ভুল করেছো রাজকন্যা। এ ভাল লাগার কোনো মানে নেই। তুমি পরী, আমি মানুষ। পরীতে আর মানুষে কোনো ভালোবাসা হয় না।

সোনাপরী বললো—হয় শাহরিয়ার, হয়। ভালবাসতে জানলেই হয়। আমাকে কি ভাল লাগছে না তোমার!

সোনাপরীর রূপ দেখে শাহরিয়ারও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বললো—আমি মিথ্যা কথা বলি না রাজকন্যা। তোমাকে আমার এত ভাল লেগেছে যে, আমারও রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। কেন তুমি আমার সামনে এলে, বলোতো ?

সোনাপরী বললো—শাহরিয়ার !

শাহরিয়ার বললো—তুমি কি সত্যিই পরীরজ্যের রাজকন্যা? কোনো ডাইনি ডাকিনী নওতো ?

সোনাপরী বললো—আমাকে বিশ্বাস করো শাহরিয়ার। যেখানে কুরআন শরীফ থাকে, সেখানে কোনো ডাইনি ডাকিনী প্রবেশ করতে পারেনা। তোমার ঘরে কুরআন শরীফ আছে। তবু আমি রাতের বেলা সেখানে কয়েকবার গিয়েছি। তুমি ঘুমিয়ে থাকো তখন। আমি চেয়ে চেয়ে তোমাকে দেখেছি।

শাহরিয়ার ঃ সত্যি ?

সোনাপরী ঃ হ্যাঁ শাহরিয়ার।

শাহরিয়ার ঃ আমার ঘরে ঢুকতে কোনো অসুবিধা হয়না তোমার ?

সোনাপরী ঃ কেন হবে বলো ? আমরাও যে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত বন্দেগী করি।

শাহরিয়ার ঃ তাই নাকি ? তাহলে আমি জেগে থাকার সময় আসতে পারবে রাতে ?

সোনাপরী ঃ তুমি অনুমতি দিলেই পারবো। রাতের বেলা তুমি তোমার ঘরে কুরআন শরীফ পাঠ করতে থাকবে, তবু দেখবে—আমি তোমার ঘরে এসে গেছি।

শাহরিয়ার ঃ ঠিক তাই ?

www.pathagar.com

সোনাপরী ঃ হ্যাঁ, শাহরিয়ার ঠিক তাই।

এরপর রাতে সোনাপরী মাঝে মাঝেই শাহরিয়ারের ঘরে আসতে লাগলো। শাহরিয়ার কুরআন শরীফ পাঠ করে আর সোনাপরী তা বসে বসে শুনে। শাহরিয়ার এবার বুঝতে পারলো, সোনাপরী আসলেই একজন পরীকন্যা। কোনো ডাইনী ডাকিনী নয়। শাহজাদা শাহরিয়ার খুব খুশী হলো। তাদের মধ্যে খুব ভাব জমে গেল।

এদিকে দুষ্ট জ্বীন কালকূপ চুপ করে রইলো না। পরীরাণী তার সাথে সোনাপরীর বিয়ে দিতে রাজী হলো না দেখে, কালকূপ ভীষণ ক্ষেপে গেল। ভয়ংকর রূপ ধারণ করে এসে সে পরীরাজ্যে হানা দিতে লাগলো। কালকূপের সাথে পরীরাজ্যের সৈন্যদের প্রায় দিনই যুদ্ধ হতে লাগলো আর কালকূপের হাতে পরীরাজ্যের অনেক সৈন্য নিহত হতে লাগলো।

তা দেখে পরীরাণী রূপাপরী সোনাপরীকে ডেকে বললেন—মস্তবড় সমস্যা হলো মা মণি ! শয়তান কালকূপ যা শুরু করেছে, তাতে তো সত্যি সত্যিই আমার রাজ্যটা সে তছনছ করে ফেলবে!

সোনাপরী বললো—কেন আম্মা, আমাদের সৈন্যরা কি পারছে না ?

পরীরাণী বললো—কৈ আর পারছে ? শত শত সৈন্য তাকে আঘাত করছে তবু মরা তো দূরের কথা, তার কিছুই হচ্ছে না। সে বরং যে হারে আমাদের সৈন্য মারছে দৈনিক, তাতে দেখছি—দিনে দিনে আমাদের সব্য সৈন্য শেষ হয়ে যাবে। প্রাসাদে ঢুকতে না পারুক, রাজ্যটা আমাদের ছারখার করে দিবে ঐ শয়তানটা।

সোনাপরী বললো—কি সাংঘাতিক কথা।

পরীরাণী বললো—হ্যাঁ, কথাটা সাংঘাতিকই বটে। শয়তানটাকে মারার নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে এখন। তা থাক একথা। তুমি আরো সাবধান হও। আমাদের রাজ্যের বাইরে যেখানে সেখানে তুমি আর যাবে না। ঐ শয়তানটা যদি কোনোভাবে চিনতে পারে তোমাকে, তাহলে আর ছেড়ে কথা বলবেনা।

সোনাপরী বললো—আমি যেখানে সেখানে যাইনে আম্মা। আমি এমন জায়গায় আর এমন লোকের কাছে যাই, যেখানে কোনো শয়তানের যাওয়ার সাধ্য নেই।

মা বললেন—সেকি ! কোন্ জায়গায় সেটা, আর কার কাছে যাও ?

মেয়ে বললো—আমি শামরাজ্যে যাই আর সে রাজ্যের শাহজাদা শাহরিয়ার রেজার কাছে যাই। খুবই আল্লাহ ভক্ত মানুষ। সকাল-সন্ধ্যা কুরআন শরীফ পাঠ করে। দেখতেও ভীষণ সুন্দর আম্মা। চোখ ফেরানো যায় না। দেখলে তুমিও খুব খুশী হবে।

মা বললেন—তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও ?

www.pathagar.com

মেয়ে বললো—জি আম্মা। তাকেই আমি বিয়ে করবো। সেও আমাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না।

মা বললেন—তা হবে কি করে ? সে মানুষ। তাকে বিয়ে করলে তো পরী সমাজে আর পরীরাজ্যে থাকতে পারবে না তুমি। দু'একদিনের জন্যে বছরে দু'একবার আসতে পারবে বড়জোর।

মেয়ে বললো—বিয়ে হওয়ার পর নিজের রাজ্যে থাকতে পারে ক'টা মেয়ে আম্মা ? অনেককেই তো পরের রাজ্যে চলে যেতে হয়। আমাকে বিয়ে করার উপযুক্ত একজনকেও যদি এই পরীরাজ্যে পেতাম, তাহলে কি আর অন্য রাজ্যে যেতাম।

মা বললেন—তাতো বুঝলাম। কিন্তু মানুষকে বিয়ে করে মানুষের রাজ্যে গেলে, কালকূপ তো তোমাকে হাতের মধ্যে পেয়ে যাবে। ফাঁকে পেলেই, ছোঁ মেরে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। কালকূপটা নিহত না হলে তুমি মোটেই নিরাপদ নও।

মেয়ে বললো—সে চিন্তা আমিও করেছি আম্মা। তবে আশা করি, শাহজাদা শাহরিয়ার যে রকম শক্তিশালী আর সাহসী মানুষ, তাতে নিশ্চয়ই সে কালকূপকে হত্যা করতে পারবে।

মা বললেন—এত সহজ হবে না মা-মণি। মানুষ হয়ে জ্বীনকে হত্যা করা মোটেই সহজ কাজ হবে না। তাহলে তুমি এক কাজ করো। তোমার ঐ শাহজাদাকে বলো, সে যদি ঐ জ্বীনটাকে হত্যা করতে পারে, তবেই তোমাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব। নইলে কিন্তু নয়।

www.pathagar.com

মেয়ে বললো—তাই হবে আম্মা। শাহজাদাকে আমি সেই কথাই বলবো।

ওদিকে আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। পরীরাজ্যের এত সৈন্য মরছে, তবু কালকূপের সাথে সোনাপরীর বিয়ে দিতে পরীরাণীও রাজী হচ্ছে না, সোনাপরীও রাজী হচ্ছে না—ব্যাপার কি? কালকূপ বসে বসে এই কথা ভাবতে লাগলো।

কালকূপের সাথে থাকতো এক নচ্ছার পেতনী। বিশ্রী চেহারা আর ভয়ানক কুটনী। মরা মানুষের পচা মাংস খায়। মরা মানুষ না পেলে, শামুক ভেংগে শামুকের ঘিতে খায় পেতনীটা। এজন্যে এর নাম ঘিতে পেতনী। এই ঘিতে পেতনী কালকূপের খুব বাধ্য। কালকূপকে ভাবতে দেখে ঘিতে পেতনী বললো—ভেবে লাভ নেই কর্তা। সোনাপরী একজনকে খুবই ভালবাসে। তাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবেনা। সে হলো শামরাজ্যের শাহজাদা শাহরিয়ার রেজা। ঐ শাহজাদা বেঁচে থাকতে সোনাপরীকে পাওয়ার আপনার কোনো আশাই নেই। কালকূপ বললো—এটা তুমি জানলে কি করে? ঘিতে পেতনী বললো—আমি কি আপনার মতো, কূপের মধ্যে সবসময় ভোঁশ ভোঁশ করে ঘুমাই। মরা মানুষের খোঁজে সারা দুনিয়ায় আমাকে চষে বেড়াতে হয়। ঐ সুলতানের ফুলবাগানে দুজনকে এক সাথে আমি কয়েকদিন দেখেছি।

কালকূপ বললো—সেকি! আমি তো খুঁজেও তাকে পরীরাজ্যের বাইরে কখনো পেলাম না। সোনাপরী তাহলে সেখানে যায় কি করে আর কখন যায়?

ঘিতে পেতনী বললো—সেসব আমি কিছুই জানিনে।

তবে দু'জনকে খুব ঢলাঢলি করতে দেখেছি। ঐ শাহজাদাকে মারতে না পারলে, সোনাপরী কখনো আপনার হবে না।

কালকূপ চিন্তা করে বললো—কিন্তু শামরাজ্যের সকলেই ঈমানদার আর আল্লাহ্ রসূলের খুব ভক্ত। সে রাজ্যের ভেতরে গিয়ে ঐ শাহজাদাকে মেরে আসা মোটেই সহজ কাজ হবে না। সে রাজ্যের বাইরে কখনো পেলে তবেই তাকে মেরে আসা সম্ভব। কিন্তু আমার সে সময় নেই। আমি এখন পরীরাজ্যের সাথে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত আছি। তুমি যাও। তুমি গিয়ে মেরে আসো দুশমনটাকে।

ঘিতে পেতনী চমকে উঠে বললো—ওরে বাবা! আমি কি করে যাবো? আল্লাহ-রসূলের কিতাব যেখানে থাকে সেখানে কি যেতে পারি আমি? তাদের বাড়ীতে তো ঢুকতেই পারবো না।

কালকূপ বললো—তাদের বাড়ীতে যেতে হবে না তোমাকে। শামরাজ্যের পাশেই ছোট একটা রাজ্য আছে। সে রাজ্যের রাজা গেন্দু খাঁ আল্লাহ-রসূলের কোনো ধারই ধারে না। পয়সাই তার কাছে সব। পয়সা পেলে এমন কাজ নেই যা সে করতে নারাজ। পরম সুন্দরী এক মেয়ে হয়ে সেখানে যাবে তুমি। গেন্দু খাঁর কন্যা হয়ে থাকবে। গেন্দু খাঁ শামরাজ্যের সুলতানের সাথে যোগাযোগ করে শাহজাদা শাহরিয়ারের সাথে বিয়ে দেবে তোমার। অনেক টাকা দিয়ে গেন্দু খাঁকে হাত করবো আমি। আমিই তাকে সব বুদ্ধি শিখিয়ে দেবো। বিয়ে হবে গেন্দু খাঁর বাড়ীতে। ব্যস, বিয়েটা হয়ে গেলেই তার ঘাড় মটকিয়ে দেবে তুমি।

www.pathagar.com

যেই কথা সেই কাজ। ঘিতে পেতনী গেন্দু খাঁর মেয়ে হয়ে গেন্দু খাঁর বাড়ীতে এসে রইলো। কালকূপের শেখানো কথা অনুযায়ী, গেন্দু খাঁ তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে শামরাজ্যের সুলতানের কাছে গেল আর তার মেয়েকে একটিবার দেখার জন্যে সুলতানকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলো। অবশেষে সুলতান একদিন গেন্দু খাঁর বাড়ীতে এলেন আর তার মেয়ের রূপ দেখে সুলতানের মাথা ঘুরে গেল। তিনি স্থির করলেন, এত সুন্দরী মেয়ে তিনি হাত ছাড়া করবেন না। এরই সাথে বিয়ে দেবেন শাহজাদার।

একথা শাহজাদার কানে পড়লে, চমকে গেল শাহজাদা। ভাবতে লাগলো, ব্যাপার কি ? গেন্দু খাঁর কোনো সুন্দরী মেয়ে আছে, একথা তো সে কখনো শুনেনি! ঘটনাটা তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখতে হয়।

এসব কথা শাহজাদা শাহরিয়ার যখন ভাবছে, ঠিক সেই সময় তার কাছে হাজির হলো সোনাপরী। এসেই সোনাপরী বললো—বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি শাহরিয়ার ! কালকূপ নামের এক দুষ্ট জ্বীন অনেকদিন থেকেই আমাকে বিয়ে করার চেষ্টা করছে। আমরা রাজী না হওয়ায় সে এখন আমাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে আর আমাদের সব সৈন্য মেরে শেষ করে ফেলছে। ঐ জ্বীনটা হত্যা করতে না পারলে আমাদের বিয়ে হয়েও কোনো লাভ নেই। এক সময় শয়তানটা ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

শাহরিয়ার তাজ্জব হয়ে বললো—বলো কি! এই ঘটনা ? সোনাপরী বললো—হ্যাঁ, এই ঘটনা। আমার আম্মা তাই বলেছেন, তুমি যদি তাকে হত্যা করতে পারো, তবেই তোমার সাথে আমার বিয়ে দেবেন তিনি। নইলে দেবেন না। পারবে না তুমি মারতে তাকে ?

শাহরিয়ার চিন্তা করে বললো—ইনশাআল্লাহ পারবো। পারতেই হবে আমাকে। কিন্তু এদিকে আমার এক বিপদ হয়েছে সোনা। পাশের রাজ্যের রাজা গেন্দু খাঁর কোনো সুন্দরী কন্যা আছে বলে কখনো শুনিনি। হঠাৎ করে কোথা থেকে তার এক পরমা সুন্দরী কন্যার উদয় হয়েছে আর আমার আব্বা ঐ মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

শুনে সোনাপরী বললো—তুমি কি ঠিক জানো, তার কোনো সুন্দরী কন্যা ছিল না ?

শাহরিয়ার বললো—ঠিক জানবো না কেন ? আমাদের একদম পাশেই রাজ্যটা। সেখানে কোনো পরমা সুন্দরী মেয়ে থাকলে আমি তা জানবো না বা অন্য কারো নজরে পড়বে না—এটা কি কোনো কথা হলো ?

সোনাপরী চিন্তা করে বললো—তাহলে ওটা নিশ্চয়ই মানুষ নয়। কোনো ডাইনী বা পেতনী। তোমার ক্ষতি করার জন্যে সে এসেছে। তুমি একবার গিয়ে মেয়েটাকে দেখে এসো। যদি তার শরীরের কোনো ছায়া মাটিতে পড়তে না দেখো, তাহলেই বুঝবে, আমার কথা ঠিক।

পরের দিনই শাহজাদা শাহরিয়ার মেয়ে দেখতে গেন্দু খাঁর বাড়ীতে গেল। মেয়েটা তার সামনে এলে শাহরিয়ার তাজ্জব হয়ে দেখলো—হ্যাঁ, সোনাপরীর কথাই ঠিক। এর কোনো ছায়া

www.pathagar.com

নেই। সূর্যের আলো দবদব করছে চারদিকে। সব মানুষের ছায়া পড়েছে মাটিতে আর এ মেয়ের কোনো ছায়া নেই। ঘটনা বুঝতে পেরেই শাহরিয়ার চুপচাপ সেখান থেকে চলে এলো।

একদিন পরেই সোনাপরী আবার এলো। সোনাপরীকে দেখেই শাহজাদা বললো—তুমি ঠিক বলেছো সোনা। ও মেয়ের কোনো ছায়া নেই। ও নিশ্চয়ই মানুষ নয়।

সোনাপরী বললো—তাহলেই বুঝো, আমাদের দু'জনেরই কত বিপদ সামনে ! এ দুটোকেই মারতে হবে তোমাকে। নইলে আমি তুমি দুজইনই ধ্বংস হয়ে যাবো।

সোনাপরীর মুখ মলিন হলো। শাহরিয়ার তাকে সাহস দিয়ে বললো—ভয় নেই সোনা। আল্লাহ তায়ালার মর্জি হলে, দুটোকেই মারতে পারবো আমি। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে যাও।

সোনাপরীকে সাহস দিয়ে বিদায় করলো বটে, কিন্তু শাহজাদা শাহরিয়ার চিন্তামুক্ত হলো না। সে ভাবতে লাগলো, তাদের অনেক সৈন্য থাকলেও তো তা দিয়ে কিছু হবে না। পরীরাজ্যের সৈন্যরাই যেখানে মারতে পারছে না জ্বীনটাকে, সেখানে মানুষ সৈন্য নিয়ে জ্বীনের সাথে লড়াই করে তো লাভ কিছুই হবে না। বরং সব সৈন্যই মারা পড়বে জ্বীনটার হাতে। তাহলে জ্বীনটাকে আর ডাইনীটাকে মারার উপায় কি ?

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর শাহজাদা শাহরিয়ার অযু করে নামাজে বসলো আর গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতে মশগুল হয়ে রইলো। অন্তরে তার একটাই প্রার্থনা হে আল্লাহ! পথ বলে দাও!

ইবাদাত করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়লো শাহরিয়ার, তা তার খেয়াল নেই। ঘুমের মাঝে সে স্বপনে দেখলো, ফেরেশতার মতো দেখতে একজন দরবেশ তাকে বলছেন—একমাত্র সোলেমানী তলোয়ার আর পংখীরাজ ঘোড়া নিয়ে আক্রমণ করলেই ঐ জ্বীনটাকে সহজে মারতে পারবে। সোলেমানী তলোয়ারের ঘা খেলে ঐ পেতনীটাও খতম হয়ে যাবে।

স্বপনের মধ্যেই শাহজাদা বললো—ওসব কোথায় পাবো হুজুর ? দরবেশ সাহেব বললেন—জ্বীন-পরীর বাদশাহ সোলাইমান পয়গম্বর সাহেব যেখানে রাজত্ব করতেন, পংখীরাজ ঘোড়া নিয়ে সেখানে গেলে দেখবে একটা ভাঙ্গা মসজিদ আছে আর সেই মসজিদের মধ্যে আছে সোলেমানী তলোয়ার। পংখীরাজ ঘোড়াকে ইশারা দিলেই সে তোমাকে ঠিক স্থানে নিয়ে যাবে। কিন্তু হুশিয়ার ! কাজ শেষ হয়ে গেলেই সে তলোয়ার খানা ধুয়ে মুছে এনে আবার ঐ মসজিদের মধ্যে রেখে যাবে। নইলে তোমার অনেক বিপদ ঘটবে।

শাহজাদা আবার প্রশ্ন করলো—আর পংখীরাজ ঘোড়া ? সেটা কোথায় পাবো হুজুর ?

দরবেশ সাহেব বললেন—পরীরাজ্যেও অনেক পংখীরাজ ঘোড়া আছে। কিন্তু ওসব ঘোড়া দিয়ে কাজ হবে না। সকাল বেলা ফজরের নামায আদায় করে তুমি তোমাদের ফুলবাগানে গেলেই

www.pathagar.com

দেখবে, তোমার প্রয়োজনীয় ঘোড়াটা ফুলবাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটার লাগামে হাত দিলেই সে তোমার বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আবার হুঁশিয়ার! কাজ শেষ হয়ে গেলে ঘোড়াটাকেও ছেড়ে দেবে তুমি। ওটাকে রাখার চেষ্টা করবে না।

এই বলেই মিলিয়ে গেলেন দরবেশ সাহেব। একটুপরেই আজান হলো ফজরের। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই ফজরের নামায আদায় করলো শাহরিয়ার। এরপর ফুলবাগানে গিয়ে দেখে, সত্যিই একটা শক্তিশালী পাখাওয়ালা ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। শাহজাদা গিয়ে ঘোড়ার লাগামে হাত দিতেই ঘোড়াটা চিঁহি আওয়াজ দিয়ে শাহজাদার বাধ্য হয়ে গেল । আর শাহাজাদার গায়ের সাথে মাথা ঘষতে লাগলো।

আলহামদুলিল্লাহ বলে শাহজাদা লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার পিঠে বসলো। ঘোড়াকে ইশারা করতেই ঘোড়াটা শাঁ শাঁ করে উড়ে উঠলো আকাশে আর বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে লাগলো সোলাইমান পয়গম্বর সাহেবের রাজধানীর দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সেই রাজধানীতে চলে এলো আর ঐ ভাংগা মসজিদের কাছে পৌঁছলো কোথাও কোনো লোকজন নেই। শাহজাদা দোয়া কালাম পড়তে পড়তে সেই মসজিদের মধ্যে ঢুকে দেখে, কি আশ্চর্য! বাইরে ভাংগা মনে হলেও ভেতরে মসজিদটি একেবারে নতুনের

www.pathagar.com

মতো ঝক ঝক করছে। এরপরেই দেখতে পেলো, এক পাশে খাপেভরা সেই বিশাল তলোয়ার। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শাহরিয়ার তলোয়ারটা তুলে নিলো এবং আদবের সাথে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো। ঈমানদার লোক না হলে ঐ মসজিদে সে ঢুকতেই পারতো না। আর তলোয়ারে হাত দিতেও পারতো না।

এরপরেই শাহরিয়ার দেশে ফিরে এলো। ফিরে এসেই সে তার আব্বাকে বললো—চলুন আব্বা যে মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিতে চান, তার একটা ফায়সালা করে আসি।

শুনে খুশী হলেন সুলতান কায়সার রেজা। লোকজন নিয়ে শাহরিয়ারের সাথে চলে এলেন গেন্দু খাঁর বাড়ীতে। সুলতান আবার লোকজন নিয়ে মেয়ে দেখতে আর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে এসেছেন শুনে খুশীতে জার জার হলো—গেন্দু খাঁ। আনন্দের সাথে মেয়েকে এনে সবার সামনে দাঁড় করালো !

আর যায় কোথায় ? শাহরিয়ার এবার খ্যাঁচ করে সোলেমানী তলোয়ার খানা বের করলো আর চোখের পলকে মেয়েটাকে এক কোপে দু'ভাগ করে ফেললো। হাত মুখ খিঁচিয়ে সংগে সংগে মারা গেল মেয়েটি। মেয়েটি মানে ঐ ঘিতে পেতনী। সংগে সংগে সকলেই তাজ্জব হয়ে দেখলো, এটা কোনো সুন্দরী মেয়ে নয়, কুৎসিত এক পেতনী। আসমানী তলোয়ারের ঘা পড়ার সাথে সাথে পেতনীটার নকলরূপ হারিয়ে গেছে আর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। কি বিদকুটে আর ভয়ংকর সে চেহারা! কয়লার মতো কালো গা, মুখে ফাঁক ফাঁক আর বিশাল বিশাল দাঁত, বোঁচা নাক, গর্তের মধ্যে সেঁদিয়ে যাওয়া চোখ আর মাথায় কচুরীপনার চুলের মতো কিছু উস্কো খুস্কো চুল।

শাহজাদা এর মধ্যে গেন্দু খাঁকে বন্দি করে ফেললো আর সমস্ত ঘটনা সবাইকে বর্ণনা করে শুনালো। সবশেষে বললো—আমি আগে টের পেয়েছিলাম, এটা মানুষ নয়, এটা একটা ডাইনী বা পেতনী।

এরপর শাহরিয়ার তার আব্বাকে বললো—আমাকে এক্ষুণি আর এক কাজে যেতে হবে। আপনি এ প্রতারক গেন্দু খাঁকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে যান আর এ প্রতারকের শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

বন্দী গেন্দু খাঁ আর সাথের লোকজন নিয়ে সুলতান তখনই শামরাজ্যে ফিরে এলেন আর ঠগ গেন্দু খাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

এদিকে পংখীরাজ ঘোড়া হাঁকিয়ে শাহজাদা শাহরিয়ার পরীরাজ্যে চলে এলো। পরীরাণীর মহলে ঢুকতেই শাহরিয়ারকে দেখে সোনাপরী যেমনই তাজ্জব হলো, তেমনই আনন্দে আকুল হলো। বললো—একি শাহরিয়ার ! তুমি এখানে কেমন করে এলে ? শাহরিয়ার বললো—আল্লাহ তায়ালার দয়ায়। আর চিন্তা নেই। দুষ্ট জ্বীন কালকূপকে আজই হত্যা করবো আমি।

www.pathagar.com

খবর পেয়ে ছুটে এলেন পরীরাণী রূপাপরী। আম্মাকে দেখেই সোনাপরী বললো—এই সেই শাহজাদা আম্মা, যার কথা বার বার আপনাকে আমি বলেছি। কালকূপকে মারতে এসেছে শাহজাদা।

শাহজাদা শাহরিয়ারের অপূর্ব রূপ দেখে পরীরাণী মহাখুশী হলেন। তিনি শাহরিয়ারকে বললেন —তুমি কি ঐ শয়তানটাকে মারতে পারবে ?

শাহরিয়ার বললো—ইনশাআল্লাহ পারবো আম্মা। এবার বলুন, ঐ শয়তানটা কোথায় ?

পরীরাণী বললেন—সে তো এই পরীরাজ্যেই এসেছে। আমার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করছে যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধক্ষেত্রটা ঐ দিকে।

আঙ্গুল তুলে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকটা দেখিয়ে দিলেন পরীরাণী। শাহরিয়ার তখনই পংখীরাজ ঘোড়ায় চড়ে শাঁ করে ছুটে এলো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আর কালকূপের একদম সামনে এসে পড়লো। শাহরিয়ারের হাতে সোলেমানী তলোয়ার দেখেই থর থর করে কেঁপে উঠলো কালকূপ। সে জানে, একমাত্র সোলেমানী তলোয়ার ছাড়া আর কোনো তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করা যাবে না। তাই আঁতকে উঠে কালকূপ তখনই দৌড় দিতে গেল। কিন্তু যাবে কোথায় ? পংখীরাজ ঘোড়াটা তখনই লাফিয়ে এসে কালকূপের ঘাড়ের উপর পড়লো। শাহরিয়ারও তখনই এক কোপে কেটে ফেললো কালকূপের মাথা। সংগে সংগে মরে গেল কালকূপ আর পরীরাজ্যের সৈন্যরা আনন্দে বার বার জয়োধ্বনি দিতে লাগলো।

খবর গেলে পরীরাণী রূপাপরীর কাছে। পরীরাণী তৎক্ষণাত ছুটে এলেন ঘটনাটা দেখতে। ঘটনা দেখে পরীরাণীর সে কি আনন্দ !

শাহরিয়ার পরীরাজ্যের সৈন্যদের বললো—মাথা সমেত ঐ শয়তানটার গোটা দেহ এক্ষুণি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো। এর কোনো চিহ্নও আর দুনিয়ার বুকে রেখো না।

সৈন্যরা তাই করলো। পরীরাণী এবার পরম আদরে শাহরিয়ারকে তাঁর মহলে নিয়ে এলেন এবং সোনাপরীর সাথে শাহরিয়ারের বিয়ের আয়োজন শুরু করলেন। সেই সাথে পরীরাণী অনেকগুলো পংখীরাজ ঘোড়া শ্যামরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন সুলতান আর তাঁর আত্মীয় স্বজনদের এই বিয়ের অনুষ্ঠানে আনার জন্য। অনুরোধ করে মস্তবড় পত্রও দিলেন একখানা।

এই ফাঁকে শাহরিয়ার সোলেমানী তলোয়ার খানা ভালো করে ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়ে সেই মসজিদে আবার রেখে এলো, আর রেখে আসার পর তার সেই পংখীরাজ ঘোড়াটাকেও ছেড়ে দিলো। ইশারা দিতেই সেই পংখীরাজ ঘোড়াটা আকাশে উড়ে উঠে মিলিয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই লোকজন নিয়ে পরীরাজ্যে চলে এলেন শামরাজ্যের সুলতান কায়সার রেজা। পত্রেই ঘটনাটা অনেকখানি জেনেছিলেন। এবার ছেলের মুখে সব কথা শুনে তিনি বড়ই তাজ্জব

www.pathagar.com

হলেন। খুশীও হলেন চরম। এরপর রূপবতী সোনাপরীকে যখন দেখলেন, তখন সুলতানের আনন্দ আর দেখে কে ? পরীরাজ্যের এমন সুন্দরী রাজকন্যা তাঁর ছেলের বউ হবে পরীরাণী এ আনন্দ তিনি যেন আর চেপে রাখতে পরছিলেন না।

ঐ দিনই মহা ধুমধামে শাহরিয়ারের সাথে সোনাপরীর বিয়ে হয়ে গেল। এতই ধুম ধাম হলো যে, সাত দিন সাত রাত পরীরাজ্যের সর্বত্র আনন্দের তুফান ছুটতে লাগলো।

সুলতান কায়সার রেজা আর তাঁর লোকজন বিয়ের দু'তিন দিন পরেই দেশে ফিরে এলেন। বিয়ের সাতদিন পরে মেয়ে জামাইকে সুলতানের রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন পরীরাণী। শাহরিয়ার আর সোনাপরীর খুশীর কথা বলে শেষই করা যাবে না।

খুশীর চোটে কয়েক রাত তারা ঘুমোতেই পারলো না।

❐

www.pathagar.com

"সেই ঠ্যাং"

লোকটার নাম কলিমউদ্দীন। লোকে বলে কলমদি। বলবে না কেন ? গাঁয়ের লোক যে! গাঁয়ের লোকেরা তো বেশী লেখাপড়া জানে না। তাই তারা কারো নাম ঠিকভাবে বলতে পারে না। এ ছাড়া গাঁয়ে কিছু বদলোকও আছে তো। বড়ই হিংসুটে লোক। অন্যের ভাল নাম তারা সহ্য করতে পারে না। ভাল নাম নষ্ট করাই কাজ তাদের। এই হিংসুটে লোকেরাই কলিমউদ্দীনকে কলমদি বানিয়েছে।

নামটা যা-ই হোক, লোকটা কিন্তু ভাল। দেখতেও ভাল, আদব কায়দাও ভাল। মোটেই বেআদব নয়। নামাজ-রোজা করে। মিথ্যা কথা বলে না। পরের জিনিস হাত দিয়ে ছোঁয়না। খুবই সরল সহজ মানুষ। একটাই দোষ–সে একটু হুঁশে কম।

আসলে কলিমউদ্দীনকে হুঁশে কম করেছে তার বউটাই। তার বউ মানিকজান বিবি। ওরে বাপ্‌রে-বাপ্‌রে-বাপ্! সে কি ডাকিনী বউ! যেমন বজ্জাত্, তেমনই দজ্জাল। জ্বলতেই থাকে সব সময়। কোনো কিছুতেই মন ভরে না তার। মন উঠে না কিছুতেই। খুঁত খুঁত করতেই থাকে দিনরাত। পরের দোষধরাই তার অভ্যাস। কলিমউদ্দীন ধামাভরে বাজার করে আনলেও খুশী হয় না বউটা। বলে—এইটুকুন বাজার ? আরো বলে—এটা খারাপ, ওটা বাসী, ওগুলো পচা, এসব মানুষে খায় ? সবকিছু টাট্‌কা, তবু বউটা এসব কথা বলবেই। যদি কিছু ভুল করে না আনে তো আর রক্ষা নেই। পারে তো কলিমউদ্দীনকে কামড়িয়েই খেয়ে ফেলে বউটা। চীৎকার করে মাথায় তোলে গোটা বাড়ী।

কলিমউদ্দীন বেশীর ভাগ সময় চুপ করে থাকে। চুপ করে না থেকে কি উপায় আছে ? কথা বললেই ব্যস্, অবস্থা খারাপ! বাজারের ধামাটাই লাথি মেরে ফেলে দেবে বউটা। বাজার-সওদা ছড়িয়ে দেবে উঠানে। একটার বেশী দুটো কথা বললেই আগুন ধরিয়ে দিতে যাবে বাড়ীতে।

এক্কেবারেই সইতে যখন পারে না, কলিমউদ্দীন তখন বউকে ধরে পিটে। আচ্ছামতো পিটে। কেনই বা পিটবে না ? জোয়ান তাজা মানুষ বাড়ীতে আগুন দেবে বউ, আর সে কি তা চেয়ে চেয়ে দেখবে ?

কিন্তু এখানেও হেরে যায় কলিমউদ্দীন। বউটাকে যতই মারুক, বউটার কিছু হয় না। মারতে! মারতে মাটিতে শোয়ায়ে দিলেও, বউ মানিকজান বিবি কাঁদেও না, "আহ" "উহ"-ও করে না। তার বদলে আরো তেজের সাথে বলে—মার মার, কত মারবি মার।

কত তোর মুরোদ, তাই দেখি।

www.pathagar.com

মারতে মারতে ধুকে গিয়ে কলিমউদ্দীন বসে পড়লে আবার ফেটে পড়ে বউ এর গলা। চীৎকার করে বলতে থাকে থামলি ক্যান? থামলি ক্যানরে ল্যাংখেকো ? আটকুড়া–ছাইপোড়া। ফ্যানচাকনীরপুত, থামলি ক্যান ? মুরোদে আর কুলোচ্ছে না ? এ মুরোদ নিয়ে বাহাদুরী করিস ? মার তোর হাতে কত বল আছে—কেমন মরদের পুত তুই,–তাই একবার দেখি।

কলিমউদ্দীন আবার উঠে মারে। কিন্তু বউয়ের তেজ একটুও কমে না। কমবে কি করে ? বউটা যে "ধুকুড়ে" মন্তর জানে। "ধুম ধাড়াক্কা" মন্তর। এক ডাইনী বুড়ির কাছে এক ধামা ধান দিয়ে সে এই মন্তর শিখেছে। যে তাকে যতই মারুক, এই মন্তর মনে মনে একবার বললেই ব্যস, কোনো মারেই তার আর কিচ্ছু হবে না।

তুলে আছড়ালেও হাড়-হাড্ডি ভাংবেনা। গায়ে কোনো ব্যাথ্যা লাগবে না এ ধুকুড়ে মন্তরের জোরেই বউটার এত তেজ।

মেরে পিটে কোনোভাবেই কলিমউদ্দীন তার বউকে কাবু করতে পারে না। বশ হয় না বউ। স্বামীর বাধ্য হয় না। কলিমউদ্দীন আর করে কি ? বউয়ের তেজ তো কমেই না, এর উপর তার হয়েছে আর এক জ্বালা। বাড়ীর বাইরে বেরোলেই সবাই ছিঃ-ছিঃ করে তাকে। পাড়া পড়শী সকলেই ভেংচি কাটে তাকে দেখে বলে, ছিঃ–ছিঃ ! লজ্জায় মরে যাই। এতবড় নাদান আর অকম্মা জীবনেও আমরা দেখিনি। বউ বশ করতে পারে না, এটা আবার কেমন মরদ গা ? একেবারেই কচু গাছ, না কেঁচো পোকা ? দড়ি জোটে না গলার ?

বন্ধুরা সবাই কলিমউদ্দীনকে উপহাস করে বলে, দুই বেলা লাথি খাস বউ-এর, শরম করে না তোর ? বউকে বাধ্য করতে পারিসনে যখন, তখন আর বেঁচে থাকিস ক্যান ? গলায় দড়ি দে-গা যা।

ঘরে-বাইরে কলিমউদ্দীনের সমান অশান্তি। ঘরে বউয়ের জ্বালা, বাইরে লোকের নিন্দা। কোন্‌দিকে আর যায় লোকটা ? জীবনটা তার বিষময় হয়ে গেল। সইতে না পেরে শেষে সে স্থীর করলো, দড়িই দেবে গলাই। গলায় দড়ি দিয়েই মরবে। এ জীবনই আর রাখবে না।

যে কথা সেই কাজ। একদিন গভীর রাতে কলিমউদ্দীন বেরিয়ে পড়লো দড়ি হাতে। লোকজন দেখতে পেলে হবে না। তাকে তাহলে মরতে তারা দেবেনা। তাই সে বাড়ী ছেড়ে চলে এলো অনেক দূরে। মাঠ-ময়দান ঘুরে ঘুরে চলে এলো গহিন জংগলে। জংগলের নাম বটের ভিটে। মস্ত মস্ত বট পাকুড়ের গাছ আছে সেখানে। বটগাছের ডালের সাথে দড়ি দেবে বলে সে চলে এলো একটা বটগাছের কাছে। গাছের ডালে দড়ি বাঁধতে গিয়ে সে ভাবলো, মরেই তো যাবো তার আগে একটু নামায পড়ে নিই।

জংগলটার পাশেই ছিল একটা মসজিদ। নবাবী আমলের এক পুরানো মসজিদ। সেকালে অনেক লোক বাস করতো এখানে। আজ আর কোথাও কোনো বাড়ীঘর নেই। যারা মাঠে, ময়দানে

www.pathagar.com

কাজ করতে আসে, দিনের বেলা তারাই নামাজ পড়ে এই মসজিদে। কলিমউদ্দীন তা জানে। নামাজ পড়ার জন্যে তাই সে এই মসজিদে চলে এলো। হাতের দড়িটা দুয়ারের কাছে রেখে সে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল।

নামাজে দাঁড়িয়ে গিয়েই সে বুঝতে পারলো। আর একটা লোক এসে তার পাশে নামাজে দাঁড়ালো। নামাজ শেষ করে কলিমউদ্দীন লোকটার দিকে চেয়ে দেখলো, বেশ মুরুব্বী লোক। দপদপে চেহারা। এরপর লোকটার ঠ্যাংগের দিকে চেয়েই তার আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল। ধড় থেকে জানটা বেরিয়ে যায় আর কি ! লোকটার ঠ্যাং দুটো মানুষের নয়, ছাগলের। ছাগলের সামনের দুই ঠ্যাংগের মতো ঠ্যাং। সেই রকম সরু, সেই রকম লোম আর সেই রকম পায়ের খুর।

দেখা মাত্রই ভীষণ আঁতকে উঠলো কলিমউদ্দীন। জব্বর ভয় পেয়ে সে দৌড় দিল প্রাণ পণে। মসজিদ থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলো মাঠের দিকে। ছুটছে আর ছুটছে। থর থর করে কাঁপছে আর চীৎকার করে বলছে—"ওরে বাপ্‌রে ! ভূৎ-ভূৎ ! বাঁচাও-বাচাও"

গভীর রাত। খোলা মাঠ। আশে পাশে কোনো বাড়ীঘর নেই। বাঁচাবে তাকে কে ? আরো কিছুক্ষণ ছুটার পর সে একটা আলো দেখতে পেলো। দেখতে পেলো, অনেক দূরে কয়েকজন

www.pathagar.com

লোক মাছ ধরছে বিলে। হাতে তাদের লণ্ঠন। তার চীৎকারে তাদেরই একজন দূর থেকে বললো—কি হয়েছে—কি হয়েছে?

কলিমউদ্দীন বললো—শিগ্গির এদিকে এসো ভাই। ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। জব্বর ভয়।

এরপর সে দেখলো, ঐ মাছধরা লোকদের একজন লণ্ঠন হাতে ছুটে আসছে তার দিকে। আসছে আর বলছে—ভয় নেই–ভয় নেই। আমরা তো এখানে আছিই।

এতক্ষণে কলিমউদ্দীনের জান এলো ধড়ে। লোকটি কাছে এসে বললো—কি হয়েছে? ভয় পেলে কি করে।

কলিমউদ্দীন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—সে কথা আর কি বলবো ভাই! বলতে গেলেও ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। ঐ বটের ভিটে জংগলের ধারে যে মসজিদ আছে, ঐ মসজিদে আমি নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। সেই সময় একটা লোক এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে লাগলো। ভাইরে ভাই, কি বলবো সে কথা ! লোকটার ঠ্যাংগের দিকে তাকিয়ে দেখি—ঠ্যাং দুটো মানুষের নয়, ঠ্যাং দুটো ছাগলের। উপরের দিকটা মানুষ, নীচের দিকটা ছাগল। মানে, ঠ্যাং দুটো একদম ছাগলের।

লোকটা বললো—একদম ছাগলের? ঠিক দেখেছো তো?

কলিমউদ্দীন বললো—একদম ভাই, একদম। আমি কছম করে বলছি, সে ঠ্যাং দুটো ছিল ছাগলের ঠ্যাং।

এক পা সামনে তুলে ধরে লোকটা বললো—কি রকম ঠ্যাং? এই রকম?

তার ঠ্যাংগের দিকে তাকিয়েই কলিমউদ্দীন আবার "ওরে বাবারে !" বলে চীৎকার দিয়ে উঠলো। সে দেখে এ লোকেরও সেই ঠ্যাং! সেই ছাগলের ঠ্যাং।

সংগে সংগে কলিমউদ্দীন অজ্ঞান। অজ্ঞান তো হবেই। যাকে সে মানুষ ভেবে অনেকখানি সাহস পেয়েছিল, সে মানুষ নয়, নামাজের সময় দেখা ঐ ভূতই সে। কলিমউদ্দীনের জ্ঞান আর থাকে? ভয়ে কলিমউদ্দীন সংগে সংগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ওখানে।

কলিমউদ্দীনের জ্ঞান যখন ফিরলো, তখন দিন হয়ে গেছে। সারা মাঠ ভরে গেছে মানুষে। ভূতের ভয় আর নেই। মনে তার সাহস ফিরে এলো। ধীরে ধীরে উঠে বসলো কলিমউদ্দীন। এবার সে ভাবলো, রাতের বেলা আর নয়। এই দিনের বেলাই সে দড়ি দেবে গলায়।

দড়ির কথা ভাবতেই তার মনে পড়লো, দড়ি তো ফেলে এসেছে মসজিদের দুয়ারে। এখন দিন। এ সময় অনেক লোক থাকে ওদিকে। তাই সে সাহস করে দড়িটা আনার জন্যে আবার মসজিদের দিকে রওয়ানা হলো।

মসজিদের দুয়ারের কাছে এসে দেখলো, হ্যাঁ, দড়িটা পড়ে আছে ওখানেই। দড়িটা যেই তুলে নিতে গেল, অমনি এক লোক এসে ধমক দিয়ে বললো—এই লোক, ও দড়ি তুমি নিচ্ছো কেন?

www.pathagar.com

ওটা তো আমার ছাগল বাঁধা দড়ি।

কলিমউদ্দীন ফের চমকে উঠে বললো—তোমার ছাগল বাঁধা দড়ি ?

লোকটা বললো—হ্যাঁ আমার। এ রকম ঠ্যাং ওয়ালা কয়েকটা ছাগল আছে আমার।

—বলেই লোকটা তার একটা ঠ্যাং তুলে ধরলো কলিমউদ্দীনের সামনে। সেদিকে চেয়ে কলিমউদ্দীন আবার দেখে সেই ঠ্যাং !

"ওরে বাপ্‌রে। ভূৎ-ভূৎ" বলে কলিমউদ্দীন চীৎকার দিয়ে উঠলো। লোকটা ফের ধমক দিয়ে বললো।—থামো ভূৎ-ভূৎ করছো কেন ? ভূৎ দেখলে কোথায় ?

চমকে উঠে কলিমউদ্দীন ফের দেখে, ছাগলের ঠ্যাং উধাও হয়ে গেছে। লোকটার ঠ্যাং দুটো এখন মানুষের ঠ্যাং। পায়ের পাতাও মানুষের।

কলিমউদ্দীন বুঝতে পারলো, আর রক্ষে নেই। জব্বোর এক ভূতের পাল্লায় পড়েছে সে। এই ভূতের হাতেই জানটা তার যাবে। সাথে সাথেই সে ভাবলো, গলায় দড়ি দিয়ে মরাও মরা, ভূতের হাতে মরাও মরা। তার আর ভয় পাবার কি আছে। তাই সে অনেক খানি শক্ত হয়ে বললো—তার মানে ? এই এখনই যে দেখলাম, তোমার ঠ্যাং দুটো—

www.pathagar.com

লোকটা হেসে বললো—তুমি ঠিকই দেখেছো। আমার এই ঠ্যাং দুটোকে আমি হাতী-ঘোড়া-ছাগল, সব রকমই করতে পারি।

কলিমউদ্দীন বললো—তাহলে তুমি ভূৎ নও তো কি ?

লোকটা বললো—না, আমি ভূতও নই, মানুষও নই। আমি জ্বীন। মানুষের উপকারী জ্বীন।

কলিমউদ্দীন বললো– উপকারী জ্বীন ? জ্বীনটা বললো—হ্যাঁ। আমি মানুষের ক্ষতি করিনে। উপকার করি। তুমি গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছো। তার মানে, মস্তবড় ভুল করতে যাচ্ছো তুমি। আমি তাই তোমার ভুল ভাঙ্গাতে এসেছি।

কলিমউদ্দীন বললো–ভুল ?

জ্বীন বললো—মস্তবড় ভুল। তুমি একজন নামাজী আর ঈমানদার মানুষ। আত্মহত্যা করা মস্তবড় পাপ। আত্মহত্যা করলে যে নির্ঘাৎ জাহান্নামে যেতে হবে তোমাকে—দোজখের আগুনে পুড়ে মরতে হবে—একথা ভুলে গেছো তুমি।

শুকনো হাসি হেসে কলিমউদ্দীন বললো—না, আমি ভুলিনি। বেঁচে থেকে তো জাহান্নামের আগুনেই পুড়ে মরছি দিনরাত।। ঘরে বাইরে কোথাও আমার এতটুকু শান্তি নেই।

দোজখের আগুনকে আর ভয় কি আমার ?

জ্বীনটা এবার বললো—আমি জানি। তোমার সব দুঃখের কারণ তোমার বউ। "ধুকুড়ে মন্তর" শিখেছে বলেই তোমার মার তার গায়ে লাগে না। তাই তোমার বউ তোমার বাধ্য হচ্ছে না আর তোমাকে মানছে না। বউটা বশে এলেই সব দুঃখ শেষ হবে তোমার। এই যে এই জিনিসটা নাও। এটার যেমন তেমন একটা ঘা পিঠে পড়লেই তোমার বউয়ের সব মন্তর ছুটে যাবে। "বাঁচাও বাচাও" বলে সে তোমার পায়ে পড়ে গড়াগড়ি খাবে। একদম বশ হয়ে যাবে তোমার। যা বলবে, তাই শুনবে।

কলিমউদ্দীন বললো—কি ওটা ?

জ্বীন বললো—এটা চেন না ? এটা কেঁড়ে। কেউ বলে দেলে. কেউ বলে নোন্দা বা কুন্দা। পাটশলার গায়ে থাবা থাবা গোবর লাগিয়ে আর শুকিয়ে জ্বাল দেয়ার যে জিনিস তৈয়ার করা হয়, এটা সেই জিনিস। এই কেঁড়ে বা কুন্দাই হলো তোমার বউ-এর ঐ ধুকুড়ে মন্তরের ওষুধ। এই কেঁড়ের ঘা ছাড়া তোমার বউ-এর ঐ মন্তর আর কোনো কিছুতেই ছুটবে না। যাও, এটা নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও। আত্মহত্যা মহাপাপ—এ কথা কখনো ভুলবে না।

জ্বীনটা তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল। কেঁড়েটা পড়ে রইলো সামনে। কলিমউদ্দীনের মনে এবার জোর ফিরে এলো। কেঁড়েটা হাতে নিয়ে সে ফিরে এলো বাড়ীতে।

www.pathagar.com

কেঁড়ে হাতে কলিমউদ্দীনকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখেই বউটা তার চমকে উঠে দৌড় দিতে গেল। সংগে সংগে তাকে ধরে ফেলে কলিমউদ্দীন বললো—তবেরে! পালাবি কোথায় এবার ?

বলেই সে কেঁড়ের এক ঘা মারলো বউয়ের পিঠে। সংগে সংগে পালিয়ে গেল তার ধুকুড়ে মন্তর। "ও বাবা গো–ও মাগো, মরেছি–মরেছি," বলে ডুকরে উঠলো বউটা।

এরপরেই কলিমউদ্দীনের দুই পা জড়িয়ে ধরে বউ তার বললো ওগো, দোহাই তোমার—তোমার পায়ে পড়ি, আর আমাকে মেরো না। আর আমি তোমার কোনো কথার অবাধ্য হবো না। যা বলবে তাই শুনবো। দিনরাত তোমার সেবা করবো। তোমার পায়ের দাসী হয়ে পড়ে থাকবো।

আর আমাকে মেরো না।

কলিমউদ্দীন বললো—ঠিক তো ?

তার বউ বললো—আমার বাপের কছম, ঠিক।

এরপর থেকে কলিমউদ্দীনের বউ মানিকজান বিবি আর কোনোদিনই স্বামীর অবাধ্য হয়নি। স্বামীও আর কোনোদিন বউকে মারতে যায়নি।

❐

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু-কিশোর সাহিত্য

- সত্যের সেনানী (২) –এ.কে.এম. নাজির আহমদ
- খাদিজাতুল কোবরা –মায়েল খায়রাবাদী
- হযরত ফাতিমা যোহরা –কাজী আবুল হোসেন
- মানুষের কাহিনী –আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই
- দোয়েল পাখির গান –জাকির আবু জাফর
- ফুলে ফুলে দুলে দুলে – "
- এক রাখালের গল্প – "
- আকাশের ওপারে আকাশ – "
- দুষ্টু ছেলে "
- মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে –বদরে আলম
- চরিত্র মাধুর্য – "
- তিনশ বছর ঘুমিয়ে – "
- হুল – "
- কুচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা – "
- হারানো মুক্তার হার – "
- পড়তে পড়তে অনেক জানা –আবদুল মান্নান তালিব
- মা আমার মা – "
- কে রাজা – "
- মানুষ এলো কোথায় থেকে – "
- এসো নামায শিখি –মুফতী আবদুল মান্নান
- জোসনা মাখা চাঁদ –সাজ্জাদ হোসাইন খান
- তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে –খলিলুর রহমান মুমিন
- আধুনিক রূপকথা –আনোয়ার হোসেন লালন
- ভিন গ্রহের বন্ধু –আসাদ বিন হাফিজ
- কচি কাঁচার ছড়া –হাসান আলীম
- রাজার ছেলে কবিরাজ – "
- ভূতের মেয়ে লীলাবতী – "

www.pathagar.com